

## ডাঃ মোঃ আবুল কালাম আজাদ

এফসিপিএস (মেডিসিন), এমডি (রিউমাটোলজি),  
বিএসএমএমইউ

১) সংজ্ঞা :- এটি কি একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ ? প্রাথমিকভাবে এটি মেরুদণ্ড/ শীরদ্বারাতে আক্রমণ করে এবং আস্তে আস্তে পিছন দিকে দৃঢ় বা শক্তভাব চলে আসে। জয়েন্ট এবং লিগামেন্ট যেগুলির মাধ্যমে পিছন দিকটি নড়াচড়া করে তা ফুলে উঠে। জয়েন্ট এবং হাড় এক সঙ্গে মিলে গিয়ে বাঁশের মত আকার ধারণ করে।

কাদের ক্ষেত্রে এই রোগটি হয় :

সাধারণত পুরুষদের ক্ষেত্রে এই রোগটি বেশী হয়। সাধারণত ১০-৪০ বছরের মানুষের বেশী হয়।

২) এটি কেন হয়? এটির কারণ অজানা থাকলেও বংশগত এবং জীনগত কিছু কারণ আছে। ৯০% AS রোগীদের ক্ষেত্রে শরীরে

HLA B27 নামক এক ধরনের জীন লক্ষ্য করা যায়। আবার শুধুমাত্র এই জীন থাকলেই যে AS হবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। এই জীনের সঙ্গে আরও কয়েকটা উপাদান/ বিষয় মিলে এনকালোজিং স্পনডাইলাইটিস হতে পারে।

৩) লক্ষণ সমূহ:- পিছন দিকে কোমরের নীচের অংশ শক্ত / আড়ষ্টভাব এবং দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা, যা সকালের দিকে এবং রাত্রে বেশী হয়।

- শরীরের অন্যান্য গিড়া ব্যাথা, ফুলে যাওয়া।
- পায়ের তলে বা গোড়ালীতে ব্যাথা অনুভব করা।
- Fatigue বা ক্লান্তিভাব।

৪) চিকিৎসা :

এই রোগটি সারাজীবনের রোগ কিন্তু রোগের শুরুতেই এই রোগটি চিহ্নিত হলে এবং চিকিৎসা শুরু হলে যন্ত্রণা বা শক্তভাব নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব এবং জয়েন্ট বা হাড়ের বিকল হয়ে যাওয়ার প্রবণতা হ্রাস পায়। চিকিৎসার জন্য ২ ধরনের পদ্ধতি ক) রোগীর রোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও ব্যায়াম করা, খ) ঔষুধ সেবন।

Patient Education হলে রোগীর জানতে হবে রোগটি কি এবং রোগ তৈরীর পদ্ধতি এবং কি কি লক্ষণ থাকে। চিকিৎসা করলে কি হবে এবং না করলে কি হবে। ঔষুধ খেলে কতটুকু উপকার হবে এবং যে সমস্ত ঔষুধ খাবেন তার কি কি পার্শ্ব - প্রতিক্রিয়া হতে পারে এবং তা হলে কি করে এর প্রতিকার করা যায় এবং কতদিন ঔষুধ খাওয়া লাগবে।

AS এর জন্য ২ ধরনের ঔষুধ আছে। -ব্যাথা নিরাময়ের ঔষুধ যেমন : Diclofenac, Ibuprofen, Etoricoxib, Indomethacin, Sulindac. - রোগ নিরাময়ের ঔষুধ যেমন : Salphasalazin, Methotrexate, Pamidronate, Thalidomide

এই ঔষুধ গুলো দীর্ঘদিন খেতে হয়। কাজ শুরু করতে ৪-৬ সপ্তাহ সময় লাগে।

স্টেরয়েড, Rheumatoid arthritis এর ক্ষেত্রে বেশী কাজে লাগলেও এই ক্ষেত্রে তেমন কোন ভূমিকা নেই।

এই রোগের চিকিৎসার জন্য সবচেয়ে ভাল ঔষুধ হল

Biological agent- Etanercept, Infliximab, Adalimumab, Golimumab Tofacitinib/Baricitinib/upadacitinib

কিন্তু এই ঔষুধগুলো অনেক দামী হওয়ায় আমাদের দেশে অনেকেই ব্যবহার করতে পারে না।

যেহেতু এই রোগের ঔষুধগুলো দীর্ঘদিন খেতে হয়, তাই নির্দিষ্ট সময় পর পর ফলোআপ এবং কিছু রক্ত পরীক্ষা যেমন CBC, S.Creatinine & SGPT করতে হবে।